দয়াবান

সুতপা সেনগুপ্ত

বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে ফাকাক বোঝে না বলে
সাপের সুখ্যাতি
ভাবি
এক-আধবার তার খাঁচায় হাত গলিয়েই দেখি-

বনতল সাফ নয় এমন বর্ষায়
হয়তো-বা ফোকর থেকে মুখ তুলে
খেলিয়েছে ঘৃণা

ঘাসের পাতার ফাঁকে চলাফেরা
দৃশ্য মনোরম

কাচের ঘরের থেকে
ঢিল ছোড়া ব্যবধানে সবই

উশকে পাকলে দেখা তার, কলমের নিবের মতো
জিভ
না-ওঠানো বিষের
বন্ধুতা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ধিকি ধিকি ধিক্কারের বয়ে চলা শান্তি মিছিলের

ধিক্কারের শান্তি বয়ে?
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে?
ধিকিধিকি বয়ে চলা মিছিলের দয়া?

এই রাত

দিলীপ দাস

এই রাত; দখিনা হাওয়ার দোলায় দিয়েছি হৃদয়
গ্রহণ করেছি অন্ধ আবেগে তোমার চিকন চুক্তি
প্রয়োজন শেষ হলে জলছাপ মুছে যাবে সে কথা পড়িনি।

এই রাত মধুর বিভ্রম; সোনার লকেটে দিয়েছি আমার মরণচাবি
বুঝিনি, তুমি দক্ষ তার সুযোগের নিক্তি ব্যবহারে;
উৎসারে লিখেছি কবিতা, বাজারে অচল বলে হৃদয় ফেরেনি।

এই রাত; সর্বস্বান্ত একক সম্রাট, নিজের মৃতদেহ ঘিরে
নিজেই জেগেছি। সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ভেঙে
নিছক বিরহ - বিলাসে এই রাত যে যার একার।

এই রাত ঝরা শিউলির গন্ধ, হয়তো নতুন ভালোবাসা এলে
জীবনের ছন্দ ফিরে পাব— যেই না দেখেছি স্বপ্ন—
আমার বুকের 'পর দেখি চেনা মুখ, ফিরেছে ধর্ষিতা।

'ভালো আছো তো অর্পিতা'?
হায়, ভালোবাসা এক ধূসর সুদূর স্মৃতিরগন্ধে মধুর!

অপেক্ষা (হিন্দি কবিতা)

সর্বেশ্বর দয়াল সাকসেনা
ভাষান্তর : অরুণা মুখোপাধ্যায়

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

কে জানে সে কোন ঝোপে - ঝাড়ে পাহাড়ে
তাক লাগিয়ে বসে থাকে
আর আমরা পাতার খড়খড় শব্দে শধু
কান পেতে থাকি

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

সে হামলা করা সৈনিকের মতো
নিজে থাকে অন্ধকারে
আলোয় দাঁড়ানো আমাদের দেখা যায়
সুযোগের খোঁজে
আর আমরা আঁধারে টর্চের আলোই শুধু
ফেলে যেতে থাকি।

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

সে আমাদের নদী করে
আমাদেরই মাঝখান দিয়ে
মাছের মতো সাঁতরে যায় চোখের আড়ালে
আর আমরা ঢেউয়ের অসংখ্য হাতে
তাকে হাতড়ে বেড়াই।

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

বাঁচ তার থেকে
পাবার যা এখন-ই নিয়ে নাও
যা করার কর এখন-ই।